ট্রেড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ (TFFE)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025

Do not copy or share this material; the author worked hard on it and holds the copyright.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 250Tk.

For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01917298482

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

এসএল	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
1	মডিউল A: *আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিময়-ওভারভিউ*	**4-14**
2	মডিউল বি: *আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থপ্রদানের পদ্ধতি*	**15-33**
3	মডিউল সি: *ট্রেড সার্ভিসে ডকুমেন্টস*	**34-48**
4	মডিউল ডি: *নিয়ন্ত্রক কাঠামো*	**49-65**
5	মডিউল ই: *আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন*	**66-81**
6	মডিউল F: *বৈদেশিক রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট, এবং বিনিময় হার*	**82-108**
7	মডিউল জি: *টারডে সার্ভিসে* মালপ্রা অনুশীলন	**109-118**
8	*সংখপ্ত টীকা*	**119-136**
9	*বিগত বছরের প্রশ্ন*	**137-144**

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	Module-A: ***International Trade and Foreign Exchange-Overview***	**11**
*****	Module-B: ***International Trade Payment Methods***	**27**
**	Module-C: ***Documents in Trade Services***	**08**
**	Module-D: ***Regulatory Framework***	**12**
*****	Module-E: ***International Trade Finance***	**17**
*****	Module-F: ***Foreign Remittance, Foreign Currency Accounts, and Exchange Rate***	**40**
****	Module-G: ***Malpractices in Tarde Services***	**13**
*****All short note from all chapter and end of note *****		

Syllabus

Module A: International Trade and Foreign Exchange-Overview

- Concepts of International Trade and Foreign Exchange, Domestic and International Trade, Recording of International Trade and Foreign Exchange Transactions-components, and BOP, Currency Convertibility, Foreign Exchange Reserves, International Banking, Foreign Exchange and Trade Services.

Module B: International Trade Payment Methods

- Sales/Purchase Contract; Different Forms of Trade Payment Methods- Cash in Advance; Open Account; Documentary Collection- Operational Procedures, Documents Against Acceptance and Documents Against Payment; Documentary Credit-Procedures and Parties involved, Settlement Procedures, Different Types of Documentary Credits, Presentation and Examination of Documents and Negotiation, Lodgment and Retirement of Documents under Documentary Credit; Open Account Payment Secured by International Factoring, Bank Guarantee or Standby Letter of Credit.

Module C: Documents in Trade Services

- Different Types of Documents used in Trade services- Commercial Invoice; Transport Document; Insurance Document; bill of exchange; Commercial Documents and Financial Documents; and Other Documents

Module D: Regulatory Framework

- Domestic Regulatory Framework for International Trade and Foreign Exchanges-Foreign Exchange Regulation Act 1947; Export and Import Policies of Bangladesh; Bangladesh Bank Guidelines on Foreign Exchange Transactions.

- International Regulations for Trade Services-Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC); Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursement (URR) under Documentary Credit; International Standard Banking Practices (ISBP); Uniform Rules for Collection (URC); International Commercial Terms (Inco terms); International Standby Practices (ISP); Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG); The General Rules for International Factoring (GRIF).

Module E: International Trade Finance

- Export Finance- Back-to-Back L/C, Packing Credit, Export Development Fund (EDF)-Purchasing Documents, Supply Chain Finance-International Factoring, Loan against Imported Merchandise (LIM), Loan against Trust Receipt (LTR), International Bank Guarantees, Trade Financing and Offshore Banking-UPAS.

Module F: Foreign Remittance, Foreign Currency Accounts, and Exchange Rate

- Foreign Remittance-Commercial Remittance, Private Remittance-Foreign Currency Accounts- Opening and Operational Procedures of Private Foreign Currency Accounts, Non-Resident Foreign Currency Deposit Accounts (NFCD), Resident Foreign Currency Deposit Accounts (RFCD); Exchange Rate relevant for trade services.

Module G: Malpractices in Tarde Services

- Irregularities and fraudulent activities associated with trade payment, trade finance, Sanctions, TradeBased Money Laundering, Illicit Financial Flows, and Illegal Remittance Flows.

মডিউল A:
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিময়

প্রশ্ন-০১: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল পক্ষ কারা?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবার বিনিময়। ধরা যাক, দেশ "ক" প্রচুর কম্পিউটার তৈরি করে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ কম। অন্যদিকে, দেশ "খ"-এর প্রচুর সম্পদ আছে, কিন্তু কম্পিউটার কম তৈরি করে। যদি দেশ "ক" কম্পিউটার রপ্তানি করে এবং দেশ "খ" প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানি করে, তবে উভয় দেশই উপকৃত হয়। এই বিনিময় দুইভাবে হতে পারে – আমদানি (অন্য দেশ থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয়) এবং রপ্তানি (অন্য দেশে পণ্য ও সেবা বিক্রয়)। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশগুলো তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পারে। এটি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং ভোক্তাদের জন্য পছন্দের সুযোগ বাড়ায়। এক কথায়, এটি দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং বিশ্বকে আরও সংযুক্ত করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল পক্ষ:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল পক্ষরা হল –

1. **রপ্তানিকারক (বিক্রেতা):**
   - পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে এবং বাণিজ্যিক শর্তাবলী মেনে চলে।
   - পণ্য পরিবহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে।
2. **আমদানিকারক (ক্রেতা):**
   - পণ্য বা সেবা ক্রয় করে এবং চুক্তি অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-02: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া ভারসাম্য কীভাবে ভোক্তা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ব্যবহার করে অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রদর্শন করে?

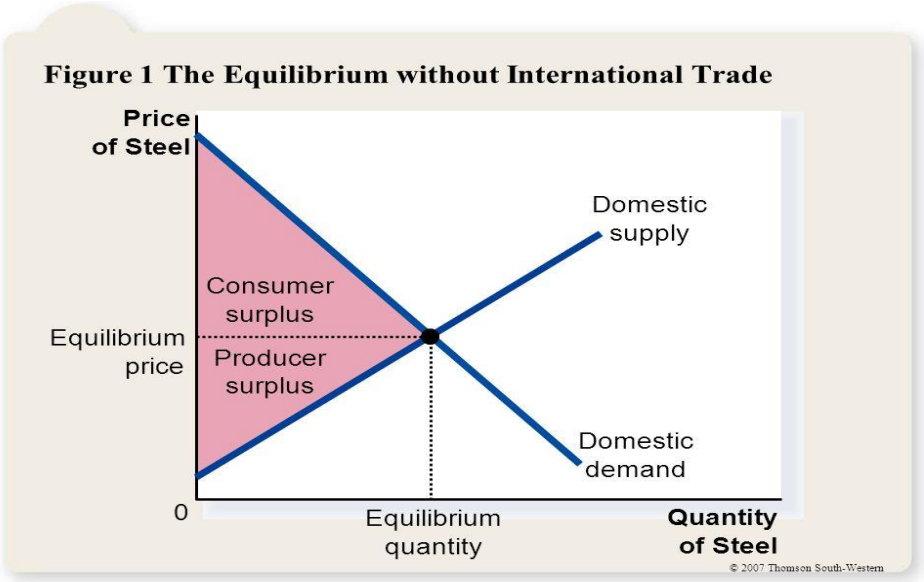

একটি **গ্রাফ** দ্বারা দেখানো হয় যে, **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া ভারসাম্য (Equilibrium without Trade)** তখনই ঘটে, যখন **দেশীয় সরবরাহ (Domestic Supply)** ও **দেশীয় চাহিদা (Domestic Demand)** একে অপরকে কাটে এবং এর মাধ্যমে **ভারসাম্যমূল্য (Equilibrium Price)** ও **ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium Quantity)** নির্ধারিত হয়।

অর্থনৈতিক কল্যাণ পরিমাপের মূল উপাদানসমূহ:

1. **ভোক্তা উদ্বৃত্ত (Consumer Surplus):**
   - গ্রাফের ভারসাম্যমূল্যের উপরের ত্রিভুজাকার অংশ ভোক্তাদের উপকারিতা প্রকাশ করে।
   - ভোক্তারা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল তার চেয়ে কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করার সুবিধা লাভ করে।

2. **উৎপাদক উদ্বৃত্ত (Producer Surplus):**
    - গ্রাফের ভারসাম্যমূল্যের নিচের ত্রিভুজাকার অংশ উৎপাদকদের উপকারিতা প্রকাশ করে।
    - উৎপাদকরা তাদের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারলে তারা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে।
3. **মোট উদ্বৃত্ত (Total Surplus):**
    - **ভোক্তা উদ্বৃত্ত + উৎপাদক উদ্বৃত্ত = মোট অর্থনৈতিক কল্যাণ।**
    - এটি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মঙ্গল পরিমাপ করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া ভারসাম্য (Equilibrium without Trade) দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে সম্পদের সুষম বণ্টন প্রতিফলিত করে। এটি নিশ্চিত করে যে দেশীয় উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং উভয় পক্ষ (ভোক্তা ও উৎপাদক) উপকৃত হয়।

প্রশ্ন-০৩: যখন একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুমোদন করে এবং একটি পণ্য রপ্তানিকারক হয়ে ওঠে, তখন ভোক্তা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্তে কী পরিবর্তন ঘটে?

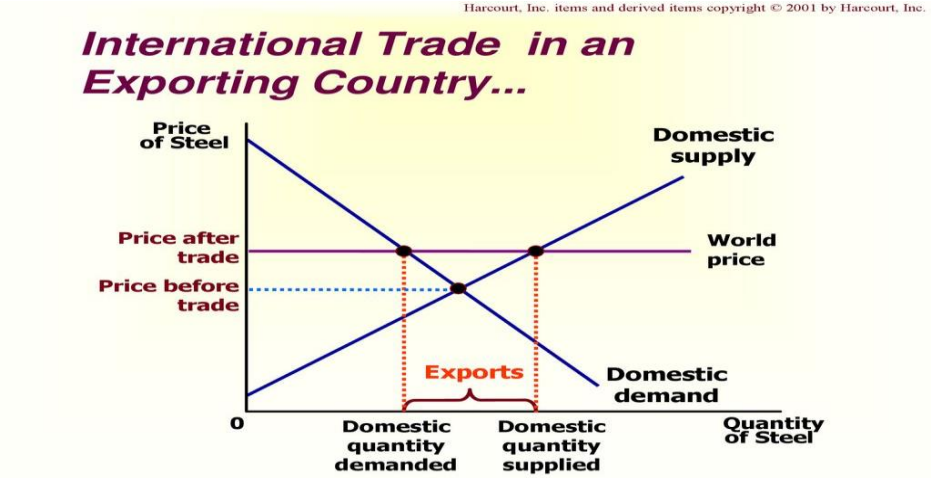

যখন একটি দেশ **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমতি দেয়** এবং বিশ্ববাজারে রপ্তানিকারক হিসেবে আবির্ভূত হয়, তখন নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে:

1. **দেশীয় মূল্য বৃদ্ধি পায় (Domestic Price rises to the World Price):**
    - বিশ্ববাজারের মূল্য যদি দেশীয় মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে দেশীয় বাজারের মূল্য বিশ্ববাজার মূল্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়।
2. **উৎপাদক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় (Producer Surplus Increases):**
    - উচ্চ মূল্যের কারণে উৎপাদকরা বেশি উৎপাদন করে এবং রপ্তানি শুরু করে।
    - উৎপাদক উদ্বৃত্ত **(B + D)** পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
3. **ভোক্তা উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় (Consumer Surplus Decreases):**
    - স্থানীয় বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তারা বেশি দাম পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।
    - ফলে ভোক্তা উদ্বৃত্ত B পরিমাণ কমে যায়।
4. **বাণিজ্যের সুফল (Gains from Trade):**
    - D অঞ্চল বাণিজ্যের ফলে অর্জিত বাড়তি সুবিধা হিসেবে প্রতিফলিত হয়।
    - মোট উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়, যা জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণ উন্নত করে।

যদিও ভোক্তারা বেশি মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উৎপাদকরা বেশি লাভবান হয়। সর্বোপরি, বাণিজ্যের ফলে দেশের মোট অর্থনৈতিক মঙ্গল (Total Economic Well-being) বৃদ্ধি পায়, কারণ "D" অঞ্চল বাণিজ্যের অতিরিক্ত সুফল হিসেবে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন-০৪: যখন একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুমোদন করে এবং একটি পণ্য আমদানিকারক হয়ে ওঠে, তখন ভোক্তা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্তে কী পরিবর্তন ঘটে?

যখন একটি দেশ **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমতি দেয়** এবং **একটি পণ্যের আমদানিকারক** হয়ে ওঠে, তখন নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে:

1. **দেশীয় মূল্য হ্রাস পায় (Domestic Price Falls to the World Price):**
   - যদি বিশ্ববাজারের মূল্য দেশীয় মূল্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে দেশীয় বাজারের মূল্য কমে যায় এবং বিশ্ববাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
2. **ভোক্তা উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় (Consumer Surplus Increases):**
   - কম দামে পণ্য পাওয়ার ফলে ভোক্তারা উপকৃত হয় এবং তাদের উদ্বৃত্ত (B + D) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
3. **উৎপাদক উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় (Producer Surplus Decreases):**
   - দেশীয় উৎপাদন কমে যায় এবং উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ তারা আগের তুলনায় কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়।
   - ফলে উৎপাদক উদ্বৃত্ত B পরিমাণ কমে যায়।
4. **বাণিজ্যের সুফল (Gains from Trade):**
   - D অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অতিরিক্ত সুফল হিসেবে যুক্ত হয়।
   - এর ফলে মোট অর্থনৈতিক কল্যাণ (Total Surplus) বৃদ্ধি পায়।

যদিও উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ভোক্তারা কম মূল্যে পণ্য পাওয়ার সুবিধা ভোগ করে।

সর্বোপরি, বাণিজ্যের ফলে দেশের মোট অর্থনৈতিক মঙ্গল (Total Economic Well-being) বৃদ্ধি পায়, কারণ "D" অঞ্চল বাণিজ্যের অতিরিক্ত সুফল হিসেবে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন-05. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের পক্ষে লাভ কী? ক্ষতিগ্রস্থ কারা এবং কতটুকু?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের জনগন তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে অন্যদেশ থেকে আমদানি করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি দেশ গাড়ি তৈরিতে দুর্দান্ত তবে কলা চাষে নয়, তবে তারা কলার জন্য গাড়ি বিনিময় করতে পারে। এতে উভয় দেশ সুখী এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

তবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষতিকারকও হতে পারে। কিছু শিল্প সস্তা আমদানির সাথে প্রতিযোগিতা করার ফলে কর্মীরা চাকরি হারাতে পারে। এছাড়াও, যদি একটি দেশ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন না করে আমদানির উপর নির্ভর করে, তবে বাণিজ্য হঠাৎ পরিবর্তন হলে এটি তাদের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই কারণেই সরকার বাণিজ্য ন্যায্য নিশ্চিত করতে নিয়ম ব্যবহার করে। ভাল এবং খারাপ অংশগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে দেশগুলি নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যে বেশিরভাগ মানুষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উপকৃত হয়।

সুতরাং, যখন দেশগুলি বাণিজ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে লাভ করে, নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে বা যদি জিনিসগুলি ভালভাবে ভারসাম্যপূর্ণ না হয়।

প্রশ্ন-06. বৈদেশিক বাণিজ্য একটি জয়-জয়ের খেলা। উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। বিডিই 95 তম।

বৈদেশিক বাণিজ্য একটি জয়-জয়কার খেলা হওয়ার অর্থ হল অন্তর্ভুক্ত উভয় দেশই লাভবান হতে পারে। কল্পনা করুন আপনার কাছে অতিরিক্ত কুকিজ আছে এবং আপনার বন্ধুর কাছে অতিরিক্ত ক্যান্ডি আছে। আপনি যদি ক্যান্ডির জন্য কিছু কুকিজ লেনদেন করেন, তাহলে আপনি উভয়েই পছন্দের ট্রিটটি খেতে পারবেন। একইভাবে, যখন দেশগুলি বাণিজ্য করে, তারা এমন জিনিসগুলি অদলবদল করে যা তারা তৈরিতে ভাল। একটি দুর্দান্ত গাড়ি থাকতে পারে এবং অন্যটিতে সুস্বাদু ফল উৎপাদন হয়। ফলের জন্য গাড়ি বাণিজ্য করে, উভয় দেশ তাদের যা প্রয়োজন মিটাতে পারে। এটি তাদের অর্থনীতিকে বাড়িয়ে তোলে এবং প্রত্যেকের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করে। এটা টিমওয়ার্কের মত – উভয় দেশই তাদের শক্তির উপর ফোকাস করে এবং একে অপরের সাথে ভাগ করে নিয়ে জয়লাভ করে।

প্রশ্ন-07। বাংলাদেশে রপ্তানি বাড়াতে আপনার পরামর্শ কী? BDE-95 তম ।

বাংলাদেশে রপ্তানি বাড়াতে, কয়েকটি পদক্ষেপ সাহায্য করতে পারে:

১. **গুণমানের উন্নতি:** পণ্যগুলি উচ্চ মানের কিনা তা নিশ্চিত করা যা অন্যান্য দেশ থেকে আরও ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পারে।
২. **বৈচিত্র্যকরণ:** শুধুমাত্র একটি পণ্যের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করা রপ্তানিকে আরও স্থিতিশীল করতে পারে।
৩. **উদ্ভাবন:** নতুন এবং অনন্য পণ্য তৈরি করা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং চাহিদা বাড়াতে পারে।
৪. **বিপণন:** বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী পণ্যের প্রচার করা দেশটির অফার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারে।
৫. **বাণিজ্য চুক্তি:** অন্যান্য দেশের সাথে অনুকূল বাণিজ্য চুক্তি গঠন রপ্তানি সহজ এবং সস্তা করতে পারে।
৬. **পরিকাঠামো:** পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি পণ্যগুলিকে দ্রুত এবং সস্তায় আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে।
৭. **দক্ষতা উন্নয়ন:** কর্মীদের আরও দক্ষ হতে প্রশিক্ষণ দিলে উন্নত মানের পণ্য হতে পারে।
৮. **এসএমই-এর জন্য সমর্থন:** ছোট ব্যবসায় সাহায্য করা আরও বৈচিত্র্যময় পণ্য এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।
৯. **প্রযুক্তি গ্রহণ:** উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন দক্ষতা এবং পণ্যের গুণমান উন্নত করা যায়।
১০. **সরকারী সহায়তা:** যে নীতিগুলি রপ্তানিকে উৎসাহিত করে এবং প্রণোদনা দেয় সেগুলি শিল্পকে উৎসাহিত করতে পারে।

প্রশ্ন-08। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো আলোচনা কর এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় লিখ। BDE -95 তম

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান:

১. **সীমিত পণ্য বৈচিত্র্য:** টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টসের উপর অত্যধিক নির্ভরতা বাজারের পরিবর্তনের জন্য অর্থনীতিকে দুর্বল করে তোলে।
২. **গুণমানের উদ্বেগ:** বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণমান বজায় রাখা অপরিহার্য।
৩. **অবকাঠামোগত সমস্যা:** অপর্যাপ্ত পরিবহন, বন্দর এবং শক্তি সরবরাহ দক্ষ বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
৪. **বাণিজ্য বাধা:** লক্ষ্য বাজারে উচ্চ শুল্ক এবং অ-শুল্ক বাধা অ্যাক্সেস সীমিত করতে পারে।
৫. **মূল্য সংযোজনের অভাব:** তৈরি পণ্যের পরিবর্তে কাঁচামাল বিক্রি করা আয়ের সম্ভাবনাকে সীমিত করে।

এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে:

১. **বৈচিত্র্যকরণ:** টেক্সটাইলের উপর নির্ভরতা কমাতে আইটি, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং পাট-ভিত্তিক পণ্যের মতো সেক্টরের প্রচার করা।
২. **গুণমানের নিশ্চয়তা:** সামঞ্জস্যপূর্ণ পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং সার্টিফিকেশনে বিনিয়োগ করা।
৩. **অবকাঠামো উন্নয়ন:** মসৃণ বাণিজ্য কার্যক্রমের জন্য পরিবহন, বন্দর এবং শক্তি সরবরাহের উন্নতি করা।
৪. **কূটনৈতিক প্রচেষ্টা:** শুল্ক কমাতে এবং বাজারে অ্যাক্সেস সহজ করতে অংশীদার দেশগুলির সাথে বাণিজ্য চুক্তিতে কাজ করা।
৫. **মূল্য সংযোজন:** ভাল লাভের জন্য সমাপ্ত পণ্যের উৎপাদনকে উৎসাহিত করা।

এই উদ্বেগগুলি মোকাবেলা করার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার রপ্তানি বাণিজ্যকে শক্তিশালী করতে পারে এবং বিশ্ব বাজারে পণ্যের বিস্তৃত পরিসর সরবরাহ করতে পারে।

প্রশ্ন-09। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (রপ্তানি বা আমদানি) কখন হয়?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল যার মধ্যে রপ্তানি এবং আমদানি অন্তর্ভুক্ত। রপ্তানি হল যখন একটি দেশ অন্য দেশের কাছে তার পণ্য বা পরিষেবা বিক্রি করে।

উদাহরণ স্বরূপ, দেশ A-এর একটি খেলনা কোম্পানি দেশ B-এ তার খেলনা রপ্তানি করতে পারে কারণ সেখানকার লোকেরা সেই খেলনাগুলি পছন্দ করে। আমদানি করা হয় যখন একটি দেশ বা ব্যবসা অন্য দেশ থেকে পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করে। উদাহরণস্বরূপ, দেশ B দেশ A থেকে তাজা ফল আমদানি করতে পারে কারণ সেই ফলগুলি দেশ B তে সহজে জন্মায় না। বাণিজ্য সব সময় সঞ্চালিত হয় কারণ লোকেরা আরও ভাল দাম, অনন্য পণ্য বা নিজেরা পণ্য তৈরি করতে পারে না। এটি প্রত্যেকের যা প্রয়োজন এবং যা চায় তা পেতে দেশগুলির মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার মতো, বিশ্বকে আরও সংযুক্ত এবং প্রতিযোগীতাপূর্ণ করে তোলে।

Q-10. প্রধান বাণিজ্য তত্ত্ব কী কী এবং প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এবং এগুলি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে?
অথবা, What are the key trade theories and barriers, and how have they evolved?

বাণিজ্য তত্ত্ব:

1. **মারক্যান্টিলিজম (16 শতক থেকে মধ্য-18 শতক): Mercantilism (16th to mid-18th century)**
   - রপ্তানির পরিমাণ বেশি রাখা এবং আমদানির পরিমাণ কমানোতে উৎসাহিত করে।
   - সরকারকে উৎসাহিত করে রপ্তানি বাড়াতে এবং আমদানি সীমিত করতে।
2. **আদাম স্মিথের ফ্রি ট্রেড (1776): Adam Smith's Free Trade (1776)**
   - দেশগুলি সেই পণ্যে বিশেষীকরণ করা উচিত যেখানে তাদের সম্পূর্ণ সুবিধা রয়েছে।
   - বিশেষীকরণ ও মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈশ্বিক আউটপুট বাড়ানো হয়।
3. **রিকাডোর তুলনামূলক সুবিধার আইন: Ricardo's Law of Comparative Advantage:**
   - কম দক্ষ দেশগুলি তাদের তুলনামূলক সুবিধার এলাকায় বিশেষীকরণ করা উচিত।
   - তুলনামূলক সুবিধার মাধ্যমে বৈশ্বিক আউটপুট বাড়ানো উচিত।

বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা:

1. **শুল্ক:** আমদানি পণ্যের উপর কর, যা ভোক্তাদের জন্য মূল্য বৃদ্ধি করে।
2. **কোটা:** নির্দিষ্ট পণ্যের পরিমাণের সীমাবদ্ধতা।
3. **অ-শুল্ক প্রতিবন্ধকতা:** স্বেচ্ছাসেবী রপ্তানি সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তিগত নিয়মাবলী, আন্তর্জাতিক কার্টেল, ডাম্পিং, এবং রপ্তানি সাবসিডি অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক প্রবণতা:

- **বৈশ্বিকীকরণ এবং বাণিজ্য মুক্তবাজার:**
  - বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সম্প্রসারণের জন্য উপকারী শক্তি।
  - মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং WTO (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) সুরক্ষা ব্যবস্থার কমাতে কাজ করে।

প্রশ্ন-11। ব্যালেন্স অফ ট্রেড এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এর মধ্যে পার্থক্য করুন। জুন-15, 13; বিডিই-৯৩তম,৯৫ তম ।? BPE-98th.

দৃষ্টিভঙ্গি	ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT)	ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BOP)
1. সংজ্ঞা	শুধুমাত্র একটি দেশের রপ্তানি এবং পণ্য আমদানির মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে।	বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ বাকি বিশ্বের সাথে একটি দেশের সমস্ত আর্থিক লেনদেন পরিমাপ করে।
2. উপাদান	খেলনা, গাড়ি এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো বাস্তব পণ্যের শুধুমাত্র রপ্তানি এবং আমদানি অন্তর্ভুক্ত।	রপ্তানি, আমদানি, বিদেশী বিনিয়োগ, ঋণ, সাহায্য এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত।
3.ফোকাস	শুধুমাত্র ভৌত পণ্যের বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করে।	বিশ্বের সাথে একটি দেশের সামগ্রিক আর্থিক সম্পর্কের দিকে তাকায়।

4. পরিধি	পরিধি সংকীর্ণ, শুধুমাত্র পণ্যের বাণিজ্য বিবেচনা করে।	বিভিন্ন আর্থিক মিথস্ক্রিয়া এবং প্রবাহকে কভার করে পরিধি আরও বিস্তৃত।
5.অর্থনীতির উপর প্রভাব	পণ্যের মধ্যে একটি দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের স্বাস্থ্যকে প্রতিফলিত করে।	বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ সামগ্রিক আর্থিক স্বাস্থ্যকে প্রতিফলিত করে।
6.মুদ্রার উপর প্রভাব	পণ্যের চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি দেশের মুদ্রার মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে।	বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ সমস্ত আর্থিক মিথস্ক্রিয়াগুলির কারণে মুদ্রার মানকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রশ্ন-12: কেন দেশগুলো মুদ্রা রূপান্তরযোগ্যতা (Currency Convertibility) চায় এবং সফল বাস্তবায়নের জন্য কী পূর্বশর্ত প্রয়োজন?

মুদ্রা রূপান্তরযোগ্যতা চাওয়ার কারণ:

- অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করা।
- বৈশ্বিক আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থার সাথে অর্থনীতিকে সংযুক্ত করা।
- বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা।

সফল রূপান্তরযোগ্যতার পূর্বশর্ত:

- **অভ্যন্তরীণ আর্থিক ভারসাম্য:**
  - অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি এড়াতে সুসংহত রাজস্ব ও আর্থিক নীতি প্রতিষ্ঠা করা।
- **বাহ্যিক আর্থিক ভারসাম্য:**
  - মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা।
- **যথেষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ থাকা:**
  - দেশীয় বা বৈদেশিক আর্থিক সংকট সামলানোর জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বজায় রাখা।
- **উদ্দীপনা ব্যবস্থা:**
  - বাজারভিত্তিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা, যাতে সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত হয়।

উপসংহার: মুদ্রা রূপান্তরযোগ্যতা অর্থনীতির আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করে। তবে এটি কার্যকর করতে সুসংহত আর্থিক নীতি, মুদ্রার স্থিতিশীলতা এবং পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন-13। কেন মুদ্রা পরিবর্তনশীলতা/ currency convertibility একটি অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ? দুর্বল মুদ্রা পরিবর্তনযোগ্যতার কারণে একটি দেশ কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে?

কারেন্সি কনভার্টিবিলিটি হল একটি ম্যাজিক টিকিট থাকার মতো যা একটি দেশের টাকা সহজেই অন্য দেশের টাকায় পরিবর্তন করতে দেয়। এটি একটি শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যখন একটি দেশের মুদ্রা সহজেই অন্যান্য মুদ্রার জন্য লেনদেন করা যায়, তখন এটি বিদেশী বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং পর্যটনকে আকর্ষণ করে।

গুরুত্ব: মুদ্রা পরিবর্তনযোগ্যতা আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। এটি পর্যটকদের এবং কোম্পানিগুলির জন্য পণ্য ক্রয় এবং বিক্রি করা এবং দেশগুলির জন্য একসাথে কাজ করা সহজ করে তোলে।

দুর্বল রূপান্তরযোগ্যতার অসুবিধা: যদি একটি দেশের মুদ্রা সহজে পরিবর্তন করা না যায় তবে এটি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করে অর্থনীতির বৃদ্ধির জন্য অর্থ পাওয়া কঠিন করে তোলে। সীমিত রূপান্তরযোগ্যতা অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায় যা অন্যান্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য বা পরিষেবা কেনা কঠিন। এটি পর্যটন এবং বিশ্ববাজারে দেশের সুনামকেও প্রভাবিত করে।

সুতরাং, ভালো কারেন্সি কনভার্টিবিলিটি হল একটি দেশের জন্য বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং সমৃদ্ধির দরজা খোলার ন্যায়।

প্রশ্ন-14। ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) কি? জুন 16. ডিসেম্বর 12।

ব্যালেন্স অফ ট্রেড হল একটি দেশ কতটা জিনিস বিক্রি করে (রপ্তানি করে) অন্য দেশ থেকে কতটা ক্রয় করে (আমদানি করে) তার তুলনা করা। যদি একটি দেশ অন্য জায়গা থেকে কেনার চেয়ে বিদেশে বেশি খেলনা, গাড়ি এবং জিনিস বিক্রি করে, তবে এটি একটি "উদ্বৃত্ত" যা ভাল। কিন্তু যদি এটি বিক্রি করে তার চেয়ে বেশি কিনে, তবে এটি একটি "ঘাটতি" যা এত ভাল নয়।

একটি বন্ধুর সাথে স্টিকার বিনিময় কল্পনা করা যাক, আপনি যদি আপনার পাওয়ার চেয়ে বেশি স্টিকার দেন তবে আপনার স্টিকারের ঘাটতি হবে। কিন্তু আপনি যদি আপনার দেওয়ার চেয়ে বেশি স্টিকার পান তবে আপনার কাছে একটি স্টিকার উদ্বৃত্ত হবে। একইভাবে, দেশগুলি তাদের অর্থনীতিকে সুস্থ রাখতে অর্থ এবং জিনিসপত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্য রাখে। বাণিজ্যের ভারসাম্য বুঝতে সাহায্য করে যে একটি দেশ বিশ্বব্যাপী অদল-বদল খেলায় কতটা ভালো করছে।

প্রশ্ন-15। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের ইতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) অবস্থান এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন?
কল্পনা করা যায় যে, একটি দেশ তাদের কাছ থেকে কেনার চেয়ে বেশি খেলনা এবং গ্যাজেট বিক্রি করছে। এটি একটি ইতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) তৈরি করে। এটি আপনার খরচের চেয়ে বেশি পকেট মানি পাওয়ার মতো। এটি অর্থনীতির জন্য ভাল কারণ এর অর্থ দেশটি বাইরে থেকে অর্থ উপার্জন করছে এবং লোকেরা তাদের পণ্যগুলিকে ভালবাসে।

একটি ইতিবাচক BOT এর করনে দেশে চাকরি বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি পায়। ইতিবাচক BOT এর উপর খুব বেশি ফোকাস করার অর্থ হতে পারে মানুষকে অনেক সঞ্চয় করতে হবে এবং খরচ কমাতে হবে।
সুতরাং, ইতিবাচক **BOT** অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে রপ্তানি থেকে আয় এবং আমদানিতে ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এটি সারা বিশ্বে স্বাস্থ্যকর অর্থ প্রবাহ বজায় রাখার মতো।

প্রশ্ন-16। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের নেতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) অবস্থান এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন?
একটি দেশ অন্য দেশ থেকে তাদের কাছে বিক্রি করার চেয়ে বেশি খেলনা এবং গ্যাজেট কিনছে বলে মনে করুন। এটি একটি নেতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড **(BOT)** এর দিকে নিয়ে যায় যেমন আপনার পাওয়ার চেয়ে পকেট মানি খরচ বেশি। অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়বে এটি নিশ্চিত।

একটি নেতিবাচক BOT এর অর্থ হতে পারে যে দেশটি বাইরে থেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করছে না এবং সঞ্চয় বা ঋণের উপর নির্ভর করছে। এটি শিল্পকে মন্থর করতে পারে এবং কম চাকরির দিকে পরিচালিত করতে পারে। যাইহোক, কখনও কখনও এটা ঠিক যদি দেশ জিনিস কিনছে যা তৈরি করতে পারে না। কিন্তু যদি এটি সবসময় নেতিবাচক হয়, তাহলে এটি ঋণ এবং সমস্যার কারন হয়।

তাই, একটু নেতিবাচক বিওটি খারাপ না হলেও রপ্তানি থেকে আয় এবং আমদানি ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে, দেশটি তার অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রেখে বিভিন্ন পণ্য উপভোগ করতে পারে।

প্রশ্ন-17। একটি দেশের BOT কি ইতিবাচক এবং একই দেশের BOP নেতিবাচক হতে পারে?
হ্যাঁ, ঋণাত্মক ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস (BOP) থাকাকালীন একটি দেশের পক্ষে একটি ইতিবাচক ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT) থাকা সম্ভব। এমন একটি দেশ যেখানে তাদের কাছ থেকে কেনার চেয়ে অন্যান্য দেশের কাছে বেশি খেলনা এবং গ্যাজেট বিক্রি করে। এটি একটি ইতিবাচক BOT দেয় কারণ এটি রপ্তানি থেকে অর্থ উপার্জন করছে।

কিন্তু ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ বিশ্বের বাকি অংশের সাথে একটি দেশের সমস্ত আর্থিক লেনদেন দেখে। যদি একটি দেশ অনেক বেশি ধার নেয় বা ঋণ ফেরত দেয়, তাহলে BOT ইতিবাচক হলেও এটি একটি নেতিবাচক BOP হতে পারে। সুতরাং, একটি ইতিবাচক BOT ভাল ব্যবসা দেখায়, যখন একটি নেতিবাচক BOP এর অর্থ হতে পারে যে দেশটি ঋণ নেওয়ার উপর নির্ভর করছে বা অন্যান্য আর্থিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এটি ভাল কিন্তু এখনও অন্যান্য খরচ এবং ঋণ পরিচালনা করতে BOP নেতিবাচক হচ্ছে।

প্রশ্ন-18। বিগত বছরে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য BOT বেশ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এই পতনশীল বাণিজ্যের জন্য কোন কারণগুলি দায়ী ? কিভাবে এই প্রবণতা দূর করা যেতে পারে? জুন-18, BDE-95 তম ।
কয়েকটি কারণে বাংলাদেশে বাণিজ্যের ভারসাম্য হচ্ছে । একটি হতে পারে যে দেশটি রপ্তানির চেয়ে বেশি আমদানি করছে যা ভারসাম্যকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও বৈশ্বিক চাহিদা বা প্রতিযোগিতার পরিবর্তন বাংলাদেশ যা বিক্রি করতে পারে তা প্রভাবিত করতে পারে।

এই প্রবণতাকে উল্টানোর জন্য, বাংলাদেশ তার রপ্তানি বাড়াতে কাজ করা জরুরী। পণ্যের গুণমান এবং বৈচিত্র্যের উন্নতি ক্রেতাদের আরও বেশি আকৃষ্ট করতে পারে এমন পন্য উৎপাদন করতে হবে। নতুন শিল্প তৈরি করা এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগও সাহায্য করতে পারে। তদুপরি, অন্যান্য দেশের সাথে ন্যায্য বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা এবং স্থানীয় পণ্যের প্রচার ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সাহায্য করবে।

বাণিজ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হলো, দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী রাখতে ক্রয়-বিক্রয়ের সঠিক মিশ্রণ খুঁজে বের করার মতো। সঠিক কৌশলের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও ভারসাম্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য পরিস্থিতির জন্য কাজ করতে পারবে।

প্রশ্ন-19। ব্যালেন্স অফ ট্রেড এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এর মধ্যে পার্থক্য করুন। জুন-15, 13; বিডিই-৯৩তম,৯৫ তম ।? BPE-98th.

দৃষ্টিভঙ্গি	ব্যালেন্স অফ ট্রেড (BOT)	ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BOP)
1. সংজ্ঞা	শুধুমাত্র একটি দেশের রপ্তানি এবং পণ্য আমদানির মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে।	বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ বাকি বিশ্বের সাথে একটি দেশের সমস্ত আর্থিক লেনদেন পরিমাপ করে।
2. উপাদান	খেলনা, গাড়ি এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো বাস্তব পণ্যের শুধুমাত্র রপ্তানি এবং আমদানি অন্তর্ভুক্ত।	রপ্তানি, আমদানি, বিদেশী বিনিয়োগ, ঋণ, সাহায্য এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত।
3.ফোকাস	শুধুমাত্র ভৌত পণ্যের বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করে।	বিশ্বের সাথে একটি দেশের সামগ্রিক আর্থিক সম্পর্কের দিকে তাকায়।
4. পরিধি	পরিধি সংকীর্ণ, শুধুমাত্র পণ্যের বাণিজ্য বিবেচনা করে।	বিভিন্ন আর্থিক মিথস্ক্রিয়া এবং প্রবাহকে কভার করে পরিধি আরও বিস্তৃত।
5.অর্থনীতির উপর প্রভাব	পণ্যের মধ্যে একটি দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের স্বাস্থ্যকে প্রতিফলিত করে।	বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ সামগ্রিক আর্থিক স্বাস্থ্যকে প্রতিফলিত করে।
6.মুদ্রার উপর প্রভাব	পণ্যের চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি দেশের মুদ্রার মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে।	বিনিয়োগ এবং ঋণ সহ সমস্ত আর্থিক মিথস্ক্রিয়াগুলির কারণে মুদ্রার মানকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রশ্ন-20। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট কি? ডিসেম্বর 17, ডিসেম্বর 12, BPE-97 তম ।

ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস (BOP) হল একটি দেশের মানি ডায়েরির মতো—এটি সমস্ত টাকা আসা এবং বাইরে যাওয়া হিসাব করে। কল্পনা করুন যে আপনি আপনার উপার্জন এবং ব্যয় করা প্রতিটি অর্থ লিখে রাখেন। একইভাবে, BOP অন্যান্য দেশের সাথে একটি দেশের লেনদেনের রেকর্ড রাখে, যার মধ্যে রপ্তানি থেকে অর্থ, আমদানিতে ব্যয় করা অর্থ, বিনিয়োগ, ঋণ এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। এটি দেখতে সাহায্য করে যে দেশটি তার উপার্জনের চেয়ে বেশি ব্যয় করছে না উপার্জনের চেয়ে কম ব্যয় করছে । একটি ইতিবাচক BOP মানে একটি দেশ তার ব্যয়ের চেয়ে বেশি আয় করছে , যা ভাল। একটি নেতিবাচক BOP অনেক ঋণের সংকেত দিতে পারে। BOP দেশগুলিকে তাদের অর্থপ্রবাহ পরিচালনা করতে সাহায্য করে, যাতে তারা আর্থিক সমস্যায় না পড়ে এবং একটি স্থিতিশীল অর্থনীতি বজায় রাখে।

প্রশ্ন-21। চলতি হিসাবের উপাদানগুলো কি কি?

অথবা, চলতি হিসাব এবং বিওপির আর্থিক অ্যাকাউন্টের উপাদানগুলি কী কী? BPE-97 তম ।

বর্তমান অ্যাকাউন্ট একটি বড় মানিব্যাগের মতো যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে একটি দেশের প্রতিদিনের অর্থ প্রবাহকে ট্র্যাক করে। এটির কয়েকটি মূল উপাদান রয়েছে:

১. **রপ্তানি এবং আমদানি:** এটি অন্যান্য দেশের সাথে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি দেশ বিদেশে বেশি পন্য বিক্রি করা সেদেশের জন্য ভাল।

২. **পরিষেবা:** এর মধ্যে রয়েছে পর্যটন, পরিবহন এবং প্রযুক্তি পরিষেবাগুলি থেকে অর্জিত অর্থ যা অন্যান্য দেশের লোকেরা অর্থ প্রদান করে।

৩. **আয়:** এটি বিদেশে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত অর্থ এবং বিদেশী কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৪. **স্থানান্তর:** এক দেশ থেকে অন্য দেশে উপহার বা সাহায্যের মতো, যেমন বিদেশী সাহায্য বা বিদেশে বসবাসকারী লোকদের কাছ থেকে রেমিটেন্স।

সুতরাং, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হল ট্রেডিং পণ্য, বিক্রয় পরিষেবা, বিনিয়োগ থেকে উপার্জন এবং উপহার গ্রহণের মিশ্রণ। এটি দেখায় যে একটি দেশ কীভাবে বিশ্বের সাথে তার দৈনন্দিন অর্থের ব্যবসা করছে।

আর্থিক অ্যাকাউন্ট উপাদান:

১. **বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI):** বিদেশী বিনিয়োগ যা দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।
২. **ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট (FPI):** বিদেশী আর্থিক উপকরণ যেমন স্টক এবং বন্ডে বিনিয়োগ।
৩. **অফিসিয়াল রিজার্ভ:** একটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিবর্তন যা তার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে।
৪. **অন্যান্য বিনিয়োগ:** স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবং ট্রেড ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত।

একসাথে, এই উপাদানগুলি বাকি বিশ্বের সাথে একটি দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি ব্যাপক ওভারভিউ প্রদান করে।

প্রশ্ন-22। মূলধন হিসাবের উপাদানগুলির সংজ্ঞা দাও।

মূলধন **অ্যাকাউন্ট** একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে একটি দেশ বড় অর্থের গতিবিধির উপর নজর রাখে যা নিয়মিত ট্রেডিংয়ের অংশ নয়। এর কয়েকটি অংশ রয়েছে:

১. **বিদেশী বিনিয়োগ:** এটি হল যখন অন্য দেশের লোকেরা তাদের অর্থ একটি দেশের ব্যবসা বা সম্পত্তিতে রাখে।
২. **বিদেশী ঋণ:** অবকাঠামো বা শিল্পের মতো বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য এটি দেশের বাইরে থেকে অর্থ ধার করা অর্থ।
৩. **উপহার এবং অনুদান:** কখনও কখনও, উন্নত দেশগুলি বড় অনুদান বা উপহার দেয় এগুলোও মূলধন হিসাবের অংশ।
৪. **সম্পদের বিক্রয়:** যদি কোনো দেশ অন্য দেশের কাছে জমি বা ভবনের মতো বড় জিনিস বিক্রি করে।

প্রশ্ন-23। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং এর মূল কার্যকরী ক্ষেত্র কি কি?

আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এর কয়েকটি মূল ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এটি কাজ করে:

১. **বৈদেশিক মুদ্রা:** এটি দেশগুলির জন্য মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টারের মতো। ব্যাংকগুলি একটি মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করতে সাহায্য করে, যা ব্যবসা এবং লোকেদের জন্য বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য করা সহজ করে তোলে।
২. **ট্রেড ফাইন্যান্স:** ব্যাংকগুলি অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসা করার সময় পেমেন্ট, বীমা এবং কাগজপত্রে ব্যবসায় সাহায্য করে। এটি বিশ্বব্যাপী শপিং মলের জিনিসগুলি মসৃণভাবে চলে তা নিশ্চিত করে।
৩. **আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগ:** ব্যাংকগুলি ব্যবসায়িকদের অর্থ বিদেশে বিনিয়োগে সহায়তা করে। এটি বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আপনার পিগি ব্যাংকের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৪. **আন্তর্জাতিক অর্থপ্রদান:** ব্যাংকগুলি বাড়িতে টাকা পাঠানো বা বিদেশে পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান নিশ্চিত করে।
৫. **গ্লোবাল করেসপন্ডেন্স:** মসৃণ লেনদেন নিশ্চিত করতে এবং যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাংকগুলি পেন প্যালের/ কলমি বন্ধু মতো দেশ জুড়ে একে অপরের সাথে কথা বলে।

প্রশ্ন-24। একজন বাংলাদেশী গার্মেন্টস রপ্তানিকারকের একজন ব্যাংকার হিসেবে, আপনি কীভাবে রপ্তানিকারককে এলসি, চালান থেকে শুরু করে বিল আদায়ের জন্য রপ্তানিকারককে সুবিধা দেবেন? BPE-97 তম।

একজন বাংলাদেশী গার্মেন্টস রপ্তানিকারককে একজন ব্যাংকার হিসাবে সুবিধা প্রদানে লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) খোলতে সহায়তা করার মাধ্যমে শুরু হয়।

১. **লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) নির্দেশিকা:**
   - আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মান মেনে চলা নিশ্চিত করে LC-এর যথাযথ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।
   - এলসি সম্মতির জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশনের উপর দক্ষতা প্রদান করা।
২. **শিপিং প্রক্রিয়ার সুবিধা:**
   - নিরাপদ এবং সময়মত পরিবহনের জন্য শিপিং এবং লজিস্টিক অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করা।
   - লেডিং বিল এবং বাণিজ্যিক চালান সহ নথি তৈরিতে সহায়তা করা।
৩. **রপ্তানি বিল আদায়:**
   - আলোচনা বা সংগ্রহের জন্য অনুগত নথি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে গাইড করা।
   - দক্ষ তহবিল আদায়ের জন্য সময়মত নথি জমা দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিন।

৪. **যোগাযোগ এবং সমন্বয়:**
   - অবিলম্বে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য খোলা যোগাযোগ চ্যানেল বজায় রাখুন।
   - রপ্তানি প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।

এই পয়েন্টগুলিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে, ব্যাংকের লক্ষ্য হল বাংলাদেশী গার্মেন্টস রপ্তানিকারকদের জন্য একটি নিরবিচ্ছিন্ন এবং দক্ষ রপ্তানি লেনদেন সহজতর করা, এলসি শুরু থেকে রপ্তানি বিলের অর্থ আদায় পর্যন্ত।

প্রশ্ন-25। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) কি?

প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) হল যখন এক দেশের মানুষ বা কোম্পানি তাদের অর্থ সরাসরি অন্য দেশে ব্যবসা বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। এটি একটি বন্ধুর মত যা আপনার লেমোনেড স্ট্যান্ডের কিছু অংশ কিনছে যাতে এটি বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি দেশ A-এর একটি খেলনা কোম্পানি দেশ B-এ একটি কারখানা তৈরি করে, তাহলে সেটি হল FDI। খেলনা কোম্পানী তার অর্থ এবং দক্ষতা কারখানায় রাখে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। বিনিময়ে, খেলনা কোম্পানি লাভের একটি অংশ পায়। FDI দেশগুলিকে একত্রে কাজ করতে এবং সম্পদ ভাগাভাগি করতে সাহায্য করে। এটি ব্যবসাকে শক্তিশালী করার একটি উপায় এবং উভয় দেশকে অর্থনৈতিকভাবে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-26। বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর উপায় আলোচনা কর।

বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) বাড়ানোর উপায় নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **কাঠামো উন্নয়ন:** ব্যবসা সহজ করতে পরিবহন, শক্তি এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নত করতে হবে।
২. **বিনিয়োগকারীদের প্রণোদনা:** বিদেশী বিনিয়োগকারীদের তাদের আগ্রহ আকৃষ্ট করার জন্য ট্যাক্স বিরতি, শুল্ক হ্রাস এবং বিশেষ সুবিধা দিতে হবে।
৩. **সুবিন্যস্ত অনুমোদন:** বিনিয়োগকারীদের সময় বাঁচাতে নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া, পারমিট এবং লাইসেন্স সহজ করতে হবে।
৪. **সেক্টর প্রচার:** টেক্সটাইল, আইটি, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং শক্তির মতো সেক্টরগুলিতে ফোকাস করুন, সুযোগ এবং সম্ভাব্য রিটার্ন প্রদর্শন করতে হবে।
৫. **বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল:** ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মতো বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য তৈরি পরিকাঠামো সহ জোন তৈরি করতে হবে।
৬. **দক্ষ কর্মীবাহিনী:** বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দক্ষ শ্রমশক্তি প্রদানের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে।
৭. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরি করতে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
৮. **বিনিয়োগকারী সমর্থন:** বিদেশী বিনিয়োগকারীদের তথ্য এবং তাদের সম্মুখীন হতে পারে এমন সমস্যার বিষয়ে সহায়তা করার জন্য সংস্থাগুলি স্থাপন করতে হবে।
৯. **স্বচ্ছতা:** বিশ্বাস তৈরি করতে স্বচ্ছ শাসন এবং আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন-29। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য প্রধান প্রণোদনা কি কি? বাংলাদেশে বিদেশীদের বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করতে আপনার পরামর্শ দিন । বিডিই 93 জুন 16, 15 ডিসেম্বর 11, 09।

বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের প্রধান প্রণোদনার মধ্যে রয়েছে কর অবকাশ, হ্রাসকৃত আমদানি শুল্ক, মুনাফা ও মূলধন প্রত্যাবর্তন এবং অনুকূল বিনিময় হার। বিনিয়োগের পরিবেশ আরও উন্নত করতে:

১. **সরলীকৃত প্রবিধান/ Simplified Regulations:** বিনিয়োগকারীদের জন্য আমলাতান্ত্রিক বাধা কমাতে অনুমোদন প্রক্রিয়া, পারমিট এবং লাইসেন্স স্ট্রীমলাইন করা।
২. **বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা:** ন্যায্য আচরণ এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা।
৩. **অবকাঠামো উন্নয়ন:** মসৃণ ব্যবসা পরিচালনার জন্য পরিবহন, শক্তি, এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নত করা।
৪. **দক্ষতা উন্নয়ন:** বিনিয়োগকারীদের চাহিদা পূরণ করে এমন একটি দক্ষ কর্মশক্তি প্রদানের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা।
৫. **সেক্টর-নির্দিষ্ট প্রচার:** আইটি এবং ফার্মাসিউটিক্যালসের মতো বৃদ্ধির উচ্চ সম্ভাবনা সহ সেক্টরের প্রচার করা।
৬. **স্বচ্ছতা:** আস্থা তৈরির জন্য শাসন এবং নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখা।
৭. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** নিরাপদ বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করতে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৮. **অর্থনৈতিক অঞ্চল:** বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য তৈরি পরিকাঠামো সহ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্প্রসারণ ও বিকাশ করা।

৯. **বিনিয়োগকারী সমর্থন:** স্থানীয় নিয়মকানুন নেভিগেট করতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করার জন্য ওয়ান-স্টপ পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করা।

এই পরামর্শগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করে আরও বেশি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পারে।

Q-30. আপনার গ্রাহক ABC কোম্পানি নতুন বিদেশি সরবরাহকারীর কাছ থেকে বৃহৎ পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করতে চায়। একজন ব্যাংকার হিসেবে আপনি আমদানি নিরাপদ করার জন্য কী পরামর্শ দেবেন? BPE-98th.

একজন ব্যাংকার হিসেবে, আমি ABC কোম্পানিকে তাদের বৃহৎ পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের পরামর্শ দেব:

1. **লেটার অফ ক্রেডিট ব্যবহার করুন (LC):** এটি নিশ্চিত করে যে সরবরাহকারী সমস্ত নির্দিষ্ট শর্ত ও শর্ত পূরণের পরেই অর্থ প্রদান করা হবে।
2. **দায়িত্বশীলতা যাচাই:** নতুন সরবরাহকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা, রেফারেন্স, শিল্প রিপোর্ট, বা ক্রেডিট এজেন্সির মাধ্যমেযাচাই করতে হবে ।
3. **বীমা কভারেজ:** শিপমেন্টের জন্য বীমা সংগ্রহ করতে হবে, যাতে ট্রানজিটের সময় ক্ষতি, চুরি, বা হারানোর ঝুঁকি কভার করা যায়।
4. **গুণমান নিশ্চিতকরণ:** শিপমেন্টের আগে কাঁচামালের গুণমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন ব্যবস্থা করতে হবে ।
5. **আইনি সম্মতি:** সমস্ত আমদানি সম্পর্কিত নিয়ম ও ডকুমেন্টেশন প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে পালন করতে হবে যাতে আইনগত জটিলতা এড়ানো যায়।

এই পদক্ষেপগুলি ঝুঁকি কমাতে এবং একটি মসৃণ ও নিরাপদ আমদানি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন-31। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাংকের ভূমিকা কী?

ব্যাংক বিভিন্ন দেশে অর্থ স্থানান্তর করতে এবং সীমান্তের ওপারে লেনদেন পরিচালনা করতে সহায়তা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কয়েকটি উপায়ে বিশ্ব বাণিজ্যকে মসৃণ এবং নিরাপদ করে:

১. **অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া:** ব্যাংকগুলি বিভিন্ন দেশে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া ব্যবস্থা করে। তারা টাকা নিরাপদে এবং সময়মতো পাঠানো নিশ্চিত করে।

২. **লেটার অফ ক্রেডিট:** ব্যাংকগুলি প্রতিশ্রুতির মতো লেটার অফ ক্রেডিট লেটার ইস্যু করে। যখন একজন বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করে তখন ব্যাংক তাদের অর্থ প্রদানের গ্যারান্টি দিয়ে একে অপরের উপর বিশ্বাস তৈরি করে।

৩. **মুদ্রা বিনিময়:** এই ব্যাংকগুলি একটি মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করতে সহায়তা করে। এটি ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের অর্থ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সহায়তা করে।

৪. **অর্থায়ন:** ব্যাংকগুলি বাণিজ্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করে খরচ কভার করতে সহায়তা করে।

৫. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** ব্যাংকগুলি ব্যবসায়িদের সুরক্ষার জন্য বীমার মতো সরঞ্জামগুলি অফার করে যেমন শিপিংয়ের সময় পণ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।